দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 JUN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

৪৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা দুদকে

॥ নিজামুল হক ॥

রাজধানীর নামিদামি ৮টি স্কুল-কলেজসহ দেশের ৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি অনুসন্ধান করবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের অংশ হিসাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর থেকে দুদকের একটি বিশেষ দল এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংগ্রহ করেছে। কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ৪৩টি শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোটি টাকার অনিয়ম, ভর্তি বাণিজ্য, টেন্ডার, অবৈধভাবে শিক্ষক- কর্মকর্তা নিয়োগের প্রমাণসহ সকল নথিপত্র পাঠায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত, সেসব প্রতিষ্ঠানের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দুদক। কমিশনের বিশেষ দলটি এ তালিকা নিয়ে আগামী সপ্তাহে কাজ শুরু করবে। প্রথমে ৪৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য যাচাই-বাছাই করা হবে। পরে দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে এসব প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির সত্যতা খুঁজে পেলে কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। কমিশন থেকে অনুমোদন পেলেই চূড়ান্তভাবে অনুসন্ধান করবে কর্মকর্তারা কাজ করবে। ভর্তি বাণিজ্য, আর্থিক অনিয়ম, শিক্ষক-কর্ম নিয়োগে দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, উপ-বৃত্তি ও অনুদ টাকা আত্মসাৎসহ বিভিন্ন দুর্নীতি এবং অনিয়মের ক্যাটাগরি অনুযায়ী [illegible] অনুসন্ধান চালাবে। এরপর এই ক্যাটাগরি অনুযায়ী জড়িত ব্যক্তি বিরুদ্ধে দুদক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ পাঠানো হবে।

সূত্র জানায়, দুদকে চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শ নিরীক্ষা অধিদপ্তর তাদের নিজস্ব তদন্তে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ প গেছে এমন প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা তৈরি করে। এ তালিকার মধ্য অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে রাজধানীর নামিদামি ৮টি প্রতিষ্ঠানসহ ঢাকা বিভাগ থেকে ১১টি, রাজশাহী বিভাগ থেকে ১২টি, চ বিভাগে ১০টি এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠ তালিকা দুদকে প্রেরণ করা হয়। এর আগে কমিশন দুদকের উপ-পরিচ সৈয়দ ইকবাল হোসেনকে প্রধান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি অনুসন্ধ জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করে। এ বিশেষ দলে দুইজন সহ